বঙ্গীয় মৃৎশিল্প, সমাজ ও সংস্কৃতি (খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-দ্বাদশ শতক): একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে পি এইচ ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সারাংশ

গবেষক

সায়নী রায়

রেজিস্ট্রেশন নং - AOOHI1100619

রেজিস্ট্রেশন তারিখ - 21.08.2019

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. চন্দ্রানী ব্যানার্জী মুখার্জী

সহযোগী অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৫

সূচনাঃ

শিল্প একদিকে যেমন মানুষের সৌন্দর্যচেতনা ও নান্দনিকতার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ, তেমনই সংশ্লিষ্ট সমাজ-বিন্যাস প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ উক্ত শিল্পমাধ্যম। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক কালপর্ব থেকেই শিল্পইতিহাস চর্চার সূত্রপাত ঘটে, যার ফলে সুদূর অতীতের গুহাচিত্র থেকে শুরু করে বর্তমান অত্যাধুনিক গ্রাফিক্স বা ডিজিটাল কার্টুন বিবিধ শিল্পমাধ্যমকে কেন্দ্র করে একাধিক শিল্পইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা বা আলোচনা সার্বিকরূপে ভারতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সৃষ্ট বিবিধ শিল্পমাধ্যমের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন, ধারাবাহিক ও তাৎপর্যপূর্ণ শিল্প হল মৃৎশিল্প বা টেরাকোটা শিল্প, যা বর্তমান গবেষণা পত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আদি মধ্যযুগীয় সময়কালে (আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতক) বাংলায় মৃৎশিল্পের প্রসার ও তার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনুসন্ধান বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

তবে বর্তমান আলোচনা নির্দিষ্ট রূপে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার পোড়ামাটি শিল্প কেন্দ্রিক হলেও এই শিল্পকে কেবল বর্তমান আলোচ্য স্থান ও সময়কালের মধ্যে আবদ্ধ করা যায়না, এর এক সুপ্রাচীন বিশ্বপরিচিতি রয়েছে। এই শিল্পের অস্তিত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যায় বিবিধ প্রাচীন সভ্যতা গুলিতেই। সিরিয়া, ক্রিট, ইজিপ্ট, মেসোপটেমিয়া সহ বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় মানুষের প্রাথমিক বিশ্বাস বা চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ একাধিক নারী পুরুষ অবয়ব, পশু মূর্তি, রতিক্রিয়া সম্পন্ন একাধিক পোড়ামাটি ফলকের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় বলে অনুমিত।[1] অনুরূপভাবেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও সমাধিস্থলে টেরাকোটা নিবেদন ফলক বা অবয়বের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় প্রাচীন গ্রীসে।[2] এছাড়া টেরাকোটার বিশ্বইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ্য চৈনিক টেরাকোটা ঐতিহ্যের কথা। আনুমানিক ২২১-২০৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ কালীন পর্বে চীনের শানচি প্রদেশে কিন সাম্রাজ্যের প্রথম শাসক কিন শি হুয়াং এর সমাধি

---

[1] এরিখ নিউম্যান, *দ্য গ্রেট মাদার; অ্যান অ্যানালিসিস অফ দ্য আর্কিটাইপ,* র‍্যালফ ম্যান্সিম অনুবাদিত, (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪) পৃষ্ঠা- ১০১

[2] বনি এম.কিংসলি, *দ্য টেরাকটাস অফ দ্য ট্যারেন্টাইন গ্রীক,* অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য কালেকশান ইন দ্য জে.পল গেটি মিউজিয়াম, (জে.পল গেটি মিউজিয়াম পাবলিকেশন, ১৯৭৬), পৃষ্ঠা- ৩

কেন্দ্রে প্রায় ৮০০০ টেরাকোটা সৈন্য বাহিনীর উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। এজাতীয় উপস্থাপনের পশ্চাতে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে রাজার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ধারণা জড়িত ছিল বলে মনে করা হয়।[3] ফলত অতি প্রাচীন কাল থেকেই সংশ্লিষ্ট সমাজ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে এর উপস্থিতি বা প্রসার এর এক বিশ্বজনীন চেতনা বিদ্যমান।

অন্যদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে সার্বিকভাবে আদিমতম মৃৎশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় মেহেরগড়ের থেকে, যেখানে একাধিক নারী ও পুরুষ মূর্তিরও সন্ধান পাওয়া যায়।[4] আর ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রায়-ঐতিহাসিক পর্যায় বা হরপ্পা সভ্যতার কালপর্ব থেকে শুরু করে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজও সমৃদ্ধ টেরাকোটা উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যা ইতিহাসে এই শিল্পকে এক বিশেষ স্থান প্রদান করে। বাংলাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয় বরং বাংলায় এর ধারাবাহিক উপস্থিতি অধিক ঐতিহ্যশালী। বাংলায় এই শিল্পের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল প্রায় সমগ্র খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দ ব্যাপী। প্রায় ঐতিহাসিক এবং আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ে সমৃদ্ধ মৃৎশিল্প ঐতিহ্য থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শৈলীতে নবরূপে মৃৎভাস্কর্যের বিকাশ ঘটে আদি মধ্যযুগীয় বাংলায়। তবে এখানেই বাংলায় মৃৎশিল্পের সমাপ্তি নয়, একদিকে যেমন মধ্যযুগীয় ও আধুনিক পর্বের বিভিন্ন ইসলামীয় স্থাপত্য ও মন্দির স্থাপত্যে পোড়ামাটি অলংকরণ অত্যন্ত প্রাণবন্ত; তেমনই আজও বাংলা তথা ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ব্রত বা উক্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় অলংকরণ বর্জিত অতি সাধারণ পোড়ামাটির পশু বা মানবীয় অবয়বগুলি। ফলত ইতিহাসে মৃৎশিল্পের শিকড় যে অতি গভীরে তার আভাষ দেয় উপরোক্ত আলোচনা, যা এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বা প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রটিকে অতি দৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

---

[3] চেন শেন, *দ্য ওয়ারিয়র এম্পেরর অ্যান্ড চায়না'স্ টেরাকোটা আর্মি,* (টরেন্টো, অন্টারিও, কানাডা, রয়্যাল অন্টারিও মিউজিয়াম প্রেস, ২০১০) , পৃষ্ঠা- ১০-১৫

[4] অরুন্ধতী ব্যানার্জ্জী, *আর্লি ইন্ডিয়ান টেরাকোটা আর্ট ২০০০ -৩০০০ বিসি – নর্দান- ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া,* (নিউ দিল্লী, হারমন পাবলিকেশন হাউস, ১৯৯৪) পৃষ্ঠা- ৭

গবেষণার ভৌগোলিক পরিসরঃ

বর্তমান আলোচনা প্রধানত আদি মধ্যযুগীয় পর্ব তথা আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক কালীন সময়ে বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাস কেন্দ্রিক। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে, আদি মধ্যযুগীয় পর্বে 'বাংলা' বলতে কোনও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিলনা এবং এক বৃহত্তর ভৌগোলিক পরিসরের ধারণা যুক্ত এর সাথে। যার মধ্যে অধুনা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খন্ড সহ বর্তমান একাধিক অঞ্চল এর অধীন। কিন্তু আলোচ্য গবেষণা পত্রে বারংবার 'বাংলা' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও উক্ত বৃহত্তর বাংলার সমস্ত অংশ এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। নির্দিষ্ট রূপে এই ভূখণ্ডের অধীন আদি মধ্যযুগীয় পর্বের মৃৎশিল্প/মৃৎভাস্কর্য সমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলিকে আবর্ত করেই বর্তমান গবেষণা পত্রের রূপনির্মাণ করা হয়েছে। ফলত আলোচ্য পর্বের পোড়ামাটি শিল্প সমৃদ্ধ মুখ্য প্রাপ্তিস্থলগুলির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের মহাস্থানগড় ও তার নিকটবর্তী পুরাকেন্দ্রসমূহ (বগুড়া, রাজশাহী), পাহাড়পুর (নওগাঁ, রাজশাহী), বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব অংশের ময়নামতি ও তার নিকটবর্তী পুরাকেন্দ্রসমূহ (কুমিল্লা, বাংলাদেশ) এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জগজ্জীবনপুর। এর পাশাপাশি আদি মধ্যযুগীয় পর্বে পাহাড়পুর ও ময়নামতীর সাথে সমরূপ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যথাক্রমে অ্যান্টিচক (ভাগলপুর, বিহার) ও পিলাক (জোলাইবাড়ি, ত্রিপুরা) কেন্দ্রদুটিকেও আলোচ্য পরিসরে বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাস চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসকল কেন্দ্রে বিবিধ বৌদ্ধ বিহার বা ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের অলংকরণের অংশ রূপে পোড়ামাটি ফলকের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় আলোচ্য সময়কালে, যা বর্তমান গবেষণা পত্রের প্রধান আলোচ্য পরিসর। মোটামুটিভাবে প্রায় সকল কেন্দ্রেই বিবিধ ধর্মীয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু সম্পন্ন অসংখ্য ফলকের উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলগুলিতে। প্রায় সকল কেন্দ্রেই মোটামুটি সমজাতীয় শিল্প উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেলেও সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় দেখা যায় ক্ষেত্র নির্বিশেষে বাহ্যিক আঙ্গিক, মৌখিক ভঙ্গিমা, বিষয়বস্তু কিংবা সংখ্যাগত উপস্থাপনায় কিন্তু তারতম্যও বিদ্যমান যা এই শিল্পের স্থানীয় স্বতন্ত্রতার ক্ষেত্রটিকে তুলে ধরে।

আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্র সমূহঃ

মালদা (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)	জগজ্জীবনপুর
বগুড়া (রাজশাহী, বাংলাদেশ)	মহাস্থানগড় ও নিকটবর্তী কেন্দ্র যথা, বিহার ধাপ, ভাসু বিহার, পলাশবাড়ী(বামনপাড়া), খোদার পাথর ভিটা, মানকালীর কুণ্ড, পরশুরামের প্রাসাদ, গোকুল মেধ, বৈরাগীর ভিটা
নওগাঁ (রাজশাহী,বাংলাদেশ)	পাহাড়পুর (সোমপুর মহাবিহার), জগদ্দল বিহার
কুমিল্লা (বাংলাদেশ)	ময়নামতী- লালমাই অঞ্চলের অন্তর্গত একাধিক প্রত্নকেন্দ্র যথা- রূপবান মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার, কুটিলা মুড়া, রানী ময়নামতীর প্রাসাদ
দক্ষিণ ত্রিপুরা	শ্যামসুন্দর টিলা (জোলাইবাড়ি-পিলাক)
ভাগলপুর (বিহার, ভারত)	বিক্রমশীলা মহাবিহার (অ্যান্টিচক)

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্তমান গবেষণা পত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু একান্ত রূপেই বাংলার মৃৎশিল্প কেন্দ্রিক হলেও এই চর্চা ঠিক প্রথাগত 'শিল্পইতিহাস' নয়। শিল্প অবয়বের প্রতীক, ভঙ্গিমা, গঠনতন্ত্র বা প্রতিমালক্ষণ রীতির নির্দিষ্ট স্বকীয় ভাষা রয়েছে যা শিল্প ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যদিকে শিল্পের সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে সেক্ষেত্রে উপরিউক্ত এসকল বিষয়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিল্প নির্মাণের উদ্দেশ্য, অনুপ্রেরণা, সামাজিক অবস্থান, সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, তার নির্মাণ ও পরিচালন পদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সমাজ, দর্শক বা সাধারণ মানুষ ইত্যাদি একাধিক প্রেক্ষিত উঠে আসে। আর বর্তমানের গবেষণা আদতে বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়াস। কেননা, যেকোনো শিল্প অবয়বের বিশেষত্বই হল তা সম্পৃক্ত আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সাক্ষ্যরূপে কাজ করে। ফলত সংশ্লিষ্ট সমাজ সংস্কৃতি ও মানব ইতিহাস ব্যতিরেকে কোনও শিল্প ইতিহাস চর্চা যথার্থ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনা। কোন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে, কি এবং কার উদ্দেশ্যে, কাদের দ্বারা কিংবা কাদের তত্ত্বাবধানে আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় এই শিল্প গড়ে উঠেছে ও সমৃদ্ধ প্রসার লাভ করেছে ? মৃৎশিল্পের পশ্চাতে নিহিত সংশ্লিষ্ট সমাজ ইতিহাস সম্পর্কে কতখানি ধারণা নির্মাণ সম্ভব? শিল্প ইতিহাসে বাংলার মৃৎশিল্পের অবস্থান কোথায়? এজাতীয় আলোচনা কিন্তু বাংলার মৃৎশিল্পচর্চায় অদ্যাবধি প্রায় অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে বলা চলে, যার পুরোদস্তর অন্বেষণ প্রয়োজন। ফলত এজাতীয় বিবিধ প্রেক্ষিতের অনুসন্ধান এর প্রয়াস গৃহীত হয়েছে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে। আলোচ্য পরিসরে যাদের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নির্ধারণ জটিলতাপূর্ণ হলেও একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন যে যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গত, বিবিধ আলোচনার নিরিখে তা তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে গবেষণা পত্রটির মধ্য দিয়ে।

প্রাসঙ্গিক পূর্বস্থিত রচনাবলীর সমীক্ষাঃ

বর্তমানের আলোচনা নির্দিষ্ট রূপে আদি মধ্যযুগীয় বৃহত্তর বাংলার 'পোড়ামাটির ভাস্কর্য' কেন্দ্রিক এবং প্রাচীন বাংলা তথা ভারতীয় শিল্প ইতিহাস চর্চার ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সেখানে বৃহৎ অংশ ব্যাপী রয়েছে ভাস্কর্যের ইতিহাস। তবে উক্ত ভাস্কর্যের ইতিহাসে তথা ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে পোড়ামাটি ভাস্কর্যের অবস্থান কোথায় তা এক অন্যতম প্রশ্ন। সেই উদ্দেশ্যে সার্বিক রূপে বাংলা বা

ভারতীয় শিল্প ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে একাধিক স্বনামধন্য ঐতিহাসিকরা বাংলা বা ভারতীয় ভাস্কর্য ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেছেন। যার মধ্যে বাংলা বা পূর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিশেষ উল্লেখ্য নলিনীকান্ত ভট্টশালীর *আইকনোগ্রাফি অফ বুদ্ধিষ্ট অ্যান্ড ব্রাহ্মানিক্যাল স্কাল্পচারস ইন দ্য ঢাকা মিউজিয়াম*[5], আর.ডি.ব্যানার্জীর *ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মিডিএভাল স্কাল্পচার*[6], স্টেলা ক্র্যামরিশ এর *ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার*[7], *দ্য আর্ট অফ ইন্ডিয়া*[8], জে এন ব্যানার্জীর *দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফি,* সুসান এল হান্টিংটন এর *পাল সেন স্কুল অফ স্কাল্পচার*[9] প্রভৃতি সহ ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে আরও একাধিক যুগান্তকারী গবেষণা বিদ্যমান। কিন্তু ব্যাতিক্রম হিসেবে কিছু গ্রন্থে ভারতীয় মৃৎশিল্পের সীমিত উল্লেখ থাকলেও তা অধিকাংশ গ্রন্থেই তা অনুপস্থিত। অর্থাৎ ভারতীয় ভাস্কর্য সম্পর্কিত সার্বিক চেতনার মধ্যে হয়তো মৃৎশিল্প অনুপস্থিত। অথচ প্রত্নতাত্ত্বিক বিবিধ সমীক্ষা বা উৎখনন রিপোর্ট গুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আবিষ্কৃত মৃৎ উপাদানের ঘাটতি নেই। যা বাংলা বা ভারতীয় শিল্প ইতিহাস চর্চায় ভাস্কর্য রূপে মৃৎশিল্পের গুরুত্ব বা অবস্থানের ক্ষেত্রটিকে হয়তো প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

তবে প্রাথমিক পর্বে ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাস চর্চায় মৃৎভাস্কর্যের অবস্থান কিছুটা ম্লান হলেও পৃথকভাবে মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনা ব্রাত্য নয়। মোটামুটি বিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকে স্বতন্ত্র রূপে মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে কয়েকটি ভাগে এই রচনাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যথা- সার্বিক রূপে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনা, সার্বিক রূপে বাংলার মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনা এবং আদি মধ্যযুগীয় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে পোড়ামাটি ফলকে উপস্থাপিত নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক আলোচনা।

---

[5] নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *আইকনোগ্রাফি অফ বুদ্ধিষ্ট অ্যান্ড ব্রাহ্মানিক্যাল স্কাল্পচারস ইন দ্য ঢাকা মিউজিয়াম,* ঢাকা, রাই এস এন ভদ্র বাহাদুর প্রকাশিত, ১৯২৯

[6] আর.ডি.ব্যানার্জী, *ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মিডিএভাল স্কাল্পচার,* দিল্লী, ম্যানেজার অফ পাবলিকেশনস্,১৯৩৩

[7] স্টেলা ক্র্যামরিশ, *ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার,* লন্ডন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৩

[8] স্টেলা ক্র্যামরিশ, *দ্য আর্ট অফ ইন্ডিয়া,* লন্ডন, দ্য ফাইডন প্রেস, ১৯৫৪

[9] সুসান এল হান্টিংটন, *দ্য পাল-সেন স্কুল অফ স্কাল্পচার,* লেইডেন,ই জে ব্রিল , ১৯৮৪

১. সার্বিক রূপে ভারতীয় মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করা চলে, ঐতিহাসিক ষ্টেলা ক্র্যামরিশ এর কথা, প্রাচীন ভারতীয় টেরাকোটার ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় যিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক। তাঁর *ইন্ডিয়ান টেরাকোটা*[10] নামক প্রবন্ধে পোড়ামাটি অবয়বের কারিগরী প্রযুক্তি পদ্ধতি ও সম্ভাব্য ব্যবহারের প্রেক্ষিতে তাকে 'চিরন্তন' (Ageless) ও 'সময়াবদ্ধ' (Timed Variation) রূপে আখ্যায়িত করে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম প্রকারটি দ্বারা বুঝিয়েছেন মূলত সেই সকল শিল্প উপাদান যেগুলি অপরিবর্তিত রূপে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান যথা- আদিম মাতৃকামূর্তি ও অসংখ্য পশুমূর্তিগুলি। অপরটি সময়ের সাথে পরিস্থিতির সাথে নিত্য নতুন ধাঁচে, ছাঁচের প্রয়োগ সহ নতুন নতুন পদ্ধতি ও বিষয়াদিকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারন করেছে সময়ের ব্যবধানে। যথা সূক্ষ্ম কারুকার্য সম্পন্ন বিভিন্ন যক্ষ-যক্ষী অবয়ব, মিথুন অবয়ব, পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত উপস্থাপনা প্রভৃতি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও প্রাক মৌর্য পর্যায় থেকে ক্রমে গুপ্ত পর্বীয় অবয়বের ক্রমবিকাশ এবং এসকল বিভিন্ন অবয়বের সহিত সম্পৃক্ত ধর্মীয়-সামাজিক প্রেক্ষিত ও জীবন দর্শনের দিকগুলিকেও উপস্থাপিত করেন বলা চলে।

অরুন্ধতী ব্যানার্জী তাঁর *ইমেজেস, অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড মোটিফসঃ স্টাডিস ইন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড নিউমিসমেটিকস্*[11] গ্রন্থে সমগ্র সুদূর অতীতে মেহেরগড় সভ্যতা থেকে শুরু করে হরপ্পা সংস্কৃতি এবং পরবর্তীতে আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা ব্যাপী যে সমৃদ্ধ পোড়ামাটি শিল্পধারার প্রসার, প্রাপ্ত বিভিন্ন অবয়বগুলির ক্রমবিকাশ, তার নির্মাণের উদ্দেশ্য বা সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করেছেন নিজের লেখনীতে।

---

[10] স্টেলা ক্র্যামরিশ, 'ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস', *এক্সপ্লোরিং ইন্ডিয়াস সেক্রেড আর্ট*, সিলেক্টেড রাইটিংস অফ স্টেলা ক্র্যামরিশ, বারবারা স্টোলার মিলার (সম্পাদিত), (ফিলাডেলফিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভ্যানিয়া পাবলিকেশন, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা- ৬৯-৮৪

[11] অরুন্ধতী ব্যানার্জী, *ইমেজেস, অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড মোটিফসঃ স্টাডিস ইন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড নিউমিসমেটিকস্*, খন্ড-১, (দিল্লী ,সন্দীপ প্রকাশন, ১৯৯৩)

আলোচ্য ক্ষেত্রে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ লেখনী দেবাঙ্গনা দেশাই এর *সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস*[12]। তিনি প্রাকমৌর্য পর্ব থেকে গুপ্ত পর্যায় পর্যন্ত সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকাব্যাপী বিকশিত পোড়ামাটি শিল্পধারার এক বিস্তৃত আলোচনা তুলে ধরেন। যেখানে এই শিল্পধারার বিকাশকে মূলত উক্ত পর্বীয় নগরায়ন ও আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির ফলশ্রুতি বলে উল্লেখ করেন তথা এজাতীয় শিল্পবিকাশের পশ্চাতে সন্নিহিত নাগরিক প্রেক্ষাপট, উপযুক্ত বাজার প্রভৃতি উপাদানের গুরুত্বের ক্ষেত্রটিতে আলোকপাত করে এই পর্বের মৃৎশিল্পকে মূলত নাগরিক চরিত্র সম্পন্ন রূপে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়াও ভি এস আগরওয়াল, এস কে শ্রীবাস্তব, পি এল গুপ্তা প্রমুখের একাধিক রচনা বিদ্যমান যেগুলি থেকে বিশেষত আদি ঐতিহাসিক পর্বে ভারতীয় মৃৎশিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যায়।

২. আবার সার্বিক রূপে বাংলার মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনা ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা যায় সরসী কুমার সরস্বতীর, *আর্লি স্কাল্পচার অফ বেঙ্গল*[13] আলোচ্য পরিসরে প্রথম দিকের উপস্থাপনা যেখানে অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের পাশাপাশি বাংলার পোড়ামাটি শিল্পধারা বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। প্রায় মৌর্য পর্বের তমলুক, চন্দ্রকেতুগড় থেকে শুরু করে পাল পর্বীয় পাহাড়পুর শিল্পরীতির এক বিস্তীর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে নানান শিল্পশৈলী, রীতি পদ্ধতি, পোড়ামাটি উপাদানের সম্ভাব্য ব্যবহার, তাদের সমস্যা ও বিচিত্র বিষয় সম্পন্ন পোড়ামাটি অবয়বের ক্রমবিকাশ জনিত দিকগুলিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন বঙ্গীয় টেরাকোটা অবয়বের সময়কাল নির্ধারিত নয়। এর জন্য তিনি সমকালীন প্রস্তর শিল্পের সহিত তুলনামূলক আলোচনা এবং মৃৎঅবয়বের প্রযুক্তিগত বিকাশের ভিত্তিতে সময়সীমা নির্ধারনের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও তাঁর এই আলোচনা অনেকটাই প্রাথমিক পর্বের এবং বিতর্কাধীন।

---

[12] দেবাঙ্গনা দেশাই, 'সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস', সোনালিকা কল সম্পাদিত, *কালচারাল হিস্ট্রি অফ আর্লি সাউথ এশিয়া*, (ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড,২০১৪)

[13] সরসী কুমার সরস্বতী, *আর্লি স্কাল্পচার অফ বেঙ্গল*, (কলকাতা, সম্বোহী পাবলিকেশন, ১৯৬২)

এই সূত্রেই উল্লেখ্য বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পধারায় অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা সীমা রায় চৌধুরীর *স্টাইল এন্ড ক্রোনোলজি' : প্রবলেমস্ ইন ইভলভিং আ টেম্পোরাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য আর্লি হিস্টোরিকাল টেরেকোটাস ফ্রম বেঙ্গল*[14] প্রবন্ধটি। যেখানে তিনি যথাযথ উৎখনন নথীর অভাবে বঙ্গীয় টেরাকোটার সময়কাল নির্ধারনের জটিলতার দিকটি উপস্থাপনা করে, পূর্ব প্রচলিত পদ্ধতি অর্থাৎ অবয়বের শৈলীর (Style) ওপর নির্ভর করে উত্তর ভারতীয় টেরাকোটা কিংবা প্রস্তর শিল্পের সহিত তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে এর সময়সীমা নির্ধারণ করার পরিবর্তে যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত উৎখনন বা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে এই সময়কাল নির্ধারণ জনিত সমস্যা বাংলায় আদি ঐতিহাসিক মৃৎশিল্পের আলোচনায় প্রযোজ্য হলেও আদি মধ্যযুগীয় পর্বে কিন্তু ততখানি প্রযোজ্য নয়। কেননা সেক্ষেত্রে মৃৎশিল্প মূলত প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্যের অংশ হিসেবে উপস্থাপিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যান্য প্রত্নসাক্ষ্যের নিরিখে যাদের সময়কাল নির্ধারণ তুলনামূলক সহজসাধ্য।

এরপর এস এস বিশ্বাসের *টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল*[15] এর কথা উল্লেখ্য যেখানে তিনি প্রাক মৌর্য পর্যায় থেকে পাল সেন যুগ পর্যন্ত বাংলার মৃৎশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শৈলী বা ভঙ্গীর দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। তবে শুধু যে অবয়বের বাহ্যিক আঙ্গিক বা শৈলীই যথেষ্ট নয় সে দিকটিও উল্লেখ করেন এবং এর পশ্চাতে নিহিত সামাজিক প্রেক্ষিতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই শিল্পধারাকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। বাংলার টেরাকোটার সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনায় তাঁর কাজটিই প্রথম বিস্তৃত প্রয়াস বলা চলে।

বাংলার মৃৎশিল্পের আলোচনায় অবশ্য উল্লেখ্য গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ,* আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম

---

[14] সীমা রায় চৌধুরী, 'স্টাইল এন্ড ক্রোনোলজিঃ প্রবলেমস্ ইন ইভলভিং আ টেম্পোরাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য আর্লি হিস্টোরিকাল টেরেকোটাস ফ্রম বেঙ্গল', গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত *আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, নিউ পার্সপেক্টিভস,* (কলকাতা, সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০২)

[15] এস এস বিশ্বাস , *টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল,* (দিল্লী, আগম কলা প্রকাশনী, ১৯৮১)

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রন্থটি।[16] এটি মূলত কলকাতার স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম এ সংরক্ষিত প্রায় ঐতিহাসিক পর্যায় থেকে মোটামুটি গুপ্ত পর্যায় পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা উপাদান সমূহের বিস্তীর্ণ উপস্থাপনা, যেখানে সুস্পষ্ট চিত্র সহকারে বিষয় ভিত্তিক বিভাজন দ্বারা প্রতিটি অবয়বের নিখুঁত বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে। নির্দিষ্ট রূপে আদি ঐতিহাসিক বাংলার টেরাকোটা শিল্পের আলোচনায় এটি বিশেষ আকর গ্রন্থ সন্দেহ নেই, তবে আদি মধ্যযুগের বিস্তীর্ণ মৃৎভাস্কর্য এক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

বঙ্গীয় টেরাকোটা শিল্পক্ষেত্রে অন্যতম পথপ্রদর্শক গ্রন্থ অবশ্যই ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে*[17] গ্রন্থটি। যেখানে তিনি উক্ত পর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি-কলাকৌশল, বিচিত্র বিষয় সম্পন্ন টেরাকোটা অবয়বের উপস্থাপনা সহ এই শিল্পের চরিত্র নিয়ে ভাবনার দিকটিকেও সম্প্রসারিত করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন বহুক্ষেত্রে মৃৎশিল্পকে লোকশিল্প বা প্রান্তীয় শিল্প রূপে গন্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু একই শিল্পী লোকশিল্পের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ মার্গের শিল্পের সৃষ্টিকর্তা রূপে পরিচিতি লাভ করতে পারে উপযুক্ত আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ পেলে। ফলত সর্বদা শিল্পের মাধ্যম, আর্থ-সামাজিক পটভূমি, পৃষ্ঠপোষকের চরিত্র প্রভৃতি বিষয় খেয়াল রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর এই আলোচনায় সময়কাল ভিন্ন হলেও আদি মধ্য যুগীয় বাংলার মৃৎশিল্পের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় তাঁর আলোচনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি যে অনুরূপভাবেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা বলা বাহুল্য।

---

[16] গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত *এলোকোয়েন্ট আর্থ, আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল* , (কলকাতাঃ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম , ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৭)

[17] ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে*, (কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯)

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এর *টেরাকোটা অবজেক্টস ইন আর্কিওলজিঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি*[18] নামক প্রবন্ধটিও আলোচ্য পরিসরে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও তাঁর ক্ষেত্র সমীক্ষার কেন্দ্র বা পরিসর ভিন্ন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেছেন যে এই জাতীয় আলোচনায় শিল্পের বাহ্যিক আঙ্গিকগত আলোচনার মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিৎ নয়। এসকল অবয়বের সহিত একটি নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপট বা নির্দিষ্ট চিন্তন জড়িত থাকে যার দ্বারা দীর্ঘকাল ব্যাপী তা সমাজে প্রবহমান থাকে। ফলত উক্ত সামাজিক প্রক্রিয়াকে অন্বেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখ্য সাম্প্রতিক পর্বে প্রকাশিত ডঃ উমা চক্রবর্তীর *বেঙ্গল টেরাকোটাসঃ এ নিউ এপ্রোচ, ফ্রম আর্লিয়েস্ট টাইম টু টুয়েলভথ সেঞ্চুরি সি ই*[19] গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে লেখিকা সমগ্র প্রাচীন বাংলার প্রেক্ষাপটে পোড়ামাটি শিল্পের প্রাপ্তি, প্রযুক্ত পদ্ধতি, প্রসার কেন্দ্রসমূহ, উপস্থাপিত বিষয়বস্তু এবং আলোচ্য মৃৎশিল্পের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের আলোচনা করেছেন। আলোচ্য মৃৎশিল্পের অনুধাবনে যা নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও ফলকে উপস্থাপিত সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি আলোচিত হলেও এই শিল্পের নিরিখে আদতে সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ কিন্তু ততখানি লক্ষণীয় নয়।

৩. এছাড়াও বেশ কিছু লেখনীর উপস্থাপনা রয়েছে যেগুলি আদি মধ্যযুগীয় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে পোড়ামাটি ফলকে উপস্থাপিত নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক আলোচনা। কিন্তু সেগুলি মূলত বর্ণনামূলক আলোচনা, তাঁর সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়াস প্রায় নেই বললেই চলে। প্রথমেই উল্লেখ করা চলে আফরোজ আকমাম রচিত 'মহাস্থান'[20] গ্রন্থটির, মহাস্থানের দুর্গ

---

[18] কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, 'টেরাকোটা অবজেক্টস ইন আর্কিওলজিঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি', গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত *আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া , নিউ পার্সপেক্টিভস, (*কলকাতা, সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০২)

[19] ডঃ উমা চক্রবর্তী, *বেঙ্গল টেরাকোটাসঃ এ নিউ এপ্রোচ, ফ্রম আর্লিয়েস্ট টাইম টু টুয়েলভথ সেঞ্চুরি সি ই,* আর্লি বেঙ্গল আর্ট সিরিজ, ভলিউম ১, (কলকাতা, লেভান্ত বুকস, ২০২১)

[20] আফরোজ আকমাম – *মহাস্থান,* (বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ঢাকা ২০১৬)

এলাকার পার্শ্ববর্তী একাধিক কেন্দ্র থেকে অসংখ্য আদি মধ্য যুগীয় মৃৎ ফলকের সন্ধান পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য মহাস্থান দূর্গাঞ্চলের নিকটবর্তী একটি ঢিবি পলাশবাড়ি থেকে গুপ্ত পর্বীয় বেশ কিছু ফলক পাওয়া যায় যেখানে রামায়নের আদিকান্ড ও অযোধ্যাকান্ডের প্রায় সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণিত বিস্তীর্ণ ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেগুলি প্রতিটি ব্রাহ্মী লিপি সম্বলিত, ফলে উক্ত অঞ্চলে একাধারে বর্ণনা মূলক শৈলীর উপস্থিতি ও রামায়ণ কাহিনীর জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় আলোচ্য উপাদান থেকে যা বাংলার অন্যত্র লক্ষণীয় নয়। বলা বাহুল্য আলোচ্য পরিসরের শিল্পধারা অপেক্ষা এই শৈলী যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

উল্লেখ করা চলে গৌতম সেনগুপ্ত ও মধুরিমা সেনগুপ্ত রচিত *প্রাচীন বাংলার লোকায়ত শিল্পধারা*[21] প্রবন্ধটির কথা, যেখানে বাংলার লোকায়ত শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার মৃৎশিল্প এবং প্রধানত মহাস্থানের নিকটবর্তী পলাশবাড়ী কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত মৃৎশিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং তার সাথে লোকায়ত চেতনার ক্ষেত্রটিকে সংযুক্ত করেছেন। পলাশবাড়ী প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা চলে পারুল পান্ড্য ধরের *এপিক ভিসনস ইন টেরাকোটা, স্টোন অ্যান্ড স্টাকো, রামায়না ইন ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার* [22] রচনাটির কথা, যিনি সার্বিকভাবে বাংলার শিল্পে রামায়ণ উপস্থাপনার আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার মৃৎশিল্পে রামায়ণ উপস্থাপনা ও সেখানে মুখ্যত পলাশবাড়ীর আলোচনা করেছেন। কেননা পলাশবাড়ী থেকেই একমাত্র বৈষ্ণব পরিসরে মৃৎশিল্পের সন্ধান মেলে এবং রামায়ণ কাহিনীর বিস্তীর্ণ উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় যা বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাসে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

জগজ্জীবনপুরের মৃৎশিল্প সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ নিকোলাস মরিসের *অ্যাপোট্রোপেয়িক পাওয়ার অ্যান্ড রিচুয়াল এফিকেসি ইন দ্য বুদ্ধিস্ট আর্ট অফ মিডিএভাল বেঙ্গলঃ*

---

[21] গৌতম সেনগুপ্ত ও মধুরিমা সেনগুপ্ত, 'প্রাচীন বাংলার লোকায়ত শিল্পধারা', *লোকশ্রুতি,* (রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৪)

[22] পারুল পান্ড্য ধর, 'এপিক ভিসনস ইন টেরাকোটা, স্টোন অ্যান্ড স্টাকো, রামায়না ইন ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার', পারুল পান্ড্য ধর (সম্পা.) *কানেক্টেড হিস্টরিস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া,* সেজ পাবলিকেশনস, ২০২৩

অবসারভেশনস অন দ্য টেরাকোটা স্কাল্পচারস অফ নন্দদীর্ঘি বিহার[23] শীর্ষক প্রবন্ধটি যেখানে জগজ্জীবনপুরে প্রাপ্ত মৃৎ অবয়ব সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন। যেখানে মূলত উপস্থাপিত অবৌদ্ধ দেবদেবী বা অর্ধঐশ্বরিক অবয়বগুলিকে বৌদ্ধ তন্ত্র দর্শন ও সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট রূপে বিশ্লেষণ করা যায় কিনা সেই সংক্রান্ত আভাষ দিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে বিশেষ রূপে বৌদ্ধসাহিত্যের 'প্রতিরক্ষা' চেতনার উপস্থিতির কথা বলেছেন। এমনকি উপস্থাপিত পশুপক্ষী, গাছপালা, নৃত্যবাদ্যকর প্রভৃতি উপস্থাপনার সাথেও আচার বিশ্বাস জনিত চেতনা জড়িত ছিল কিনা তার উল্লেখ করেন। সার্বিকভাবে বৌদ্ধ বিহারে উপস্থাপিত এজাতীয় টেরাকোটা ভাস্কর্য সম্পর্কে ভিন্ন ভাবনার কথা বলেন এবং প্রচলিত ধারণা অপেক্ষা অধিক কৌশলপূর্ণ চেতনায় বৌদ্ধ ভাস্কর্যের উপস্থিতির ইঙ্গিত দেন। আদি মধ্য যুগীয় বাংলার মৃৎশিল্প সংক্রান্ত আলোচনায় এটি অন্যতম সমৃদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা।

মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন এর *পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকচিত্রে উদ্ভিদবৈচিত্র্যের প্রতীকায়ন*[24] যেমন একদিকে উক্ত কেন্দ্রে মৃৎশিল্পে উপস্থাপিত উদ্ভিদ জগতের সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা দেয় তেমনই মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন ও শরমিন রেজয়ানা এর যুগ্মভাবে রচিত *কৃষ্ণা লিজেন্ড ইন ভবদেব বিহার,*[25] *অ্যানিম্যাল রিপ্রেসেন্টেশন (ম্যামেলস) ইন সোমপুর মহাবিহার ইন সিটু টেরাকোটা প্লাকস,*[26]

---

[23] নিকোলাস মরিসে, 'অ্যাপোট্রোপেয়িক পাওয়ার অ্যান্ড রিচুয়াল এফিকেসি ইন দ্য বুদ্ধিস্ট আর্ট অফ মিডিএভাল বেঙ্গলঃ অবসারভেশনস অন দ্য টেরাকোটা স্কাল্পচারস অফ নন্দদীর্ঘি বিহার', *অভিষেক সিং অমর,* নিকোলাস মরিসে এবং আকিরা সিমাডা (সম্পাদিত), *অন দ্য রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট অফ আর্লি মিডিএভাল বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিস ইন সাউথ এশিয়া, (*রিওকোকু ইউনিভার্সিটি, জাপান, রিন্ডাস, সিরিজ অফ ওয়ার্কিং পেপার ৩৪), ২০২১

[24] মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন, পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকচিত্রে উদ্ভিদবৈচিত্র্যের প্রতীকায়ন, এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, *(*বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ), ২০১০

[25] মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন ও শরমিন রেজয়ানা, 'কৃষ্ণা লিজেন্ড ইন ভবদেব বিহার', *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,* খন্ড ২০, (ঢাকা, আই সি এস বি এ), *২০১৫*

[26] মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন ও শরমিন রেজয়ানা, 'অ্যানিম্যাল রিপ্রেসেন্টেশন (ম্যামেলস) ইন সোমপুর মহাবিহার ইন সিটু টেরাকোটা প্লাকস', *জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,* খন্ড ১৭, (ঢাকা, আই সি এস বি এ), ২০১২

পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাচীন বাংলার নৃত্যগীত প্রভৃতি সহ আরও একাধিক প্রবন্ধ সমকালীন বাংলার বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রের পোড়ামাটি ফলকে উৎকীর্ণ বিবিধ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা দেয়।

একইভাবে আরও একাধিক প্রবন্ধের উপস্থাপনা রয়েছে 'ইতিহাস অনুসন্ধান', 'জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট', 'পুরাবৃত্ত' প্রভৃতি সহ বিবিধ গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকা সমূহে। এই সকল প্রবন্ধের কথা আলোচ্য পরিসরে তুলে ধরা সম্ভবপর নয় কিন্তু তা স্বত্তেও আলোচ্য পরিসরে এদের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি সমকালীন আদি মধ্যযুগীয় ইতিহাসের আর্থসামাজিক,রাজনৈতিক বিবিধ পরিসরে রিওসুকে ফুরুই, সায়ন্তনী পাল, সুচন্দ্রা ঘোষ, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের একাধিক রচনা সার্বিক ভাবে বাংলার টেরাকোটা শিল্পের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট অনুধাবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সন্দেহ নেই।

সুতরাং উপরিল্লিখিত এই আলোচনার ভিত্তিতে দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে পোড়ামাটি শিল্প সম্পর্কে মোটামুটিভাবে এসকল গবেষকরা কি ধরণের কাজ করেছেন। দেখা যায় নির্দিষ্ট কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণত কিছুটা বর্ণনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়েছে, অর্থাৎ নানান বিষয়ের উপস্থাপনা, তাদের শ্রেণীবিভাগ, প্রযুক্ত কলাকৌশল, বাহ্যিক গড়ন প্রভৃতি বিষয়ের ওপরই বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত নির্দিষ্ট আকৃতির অবয়ব গড়ে তোলার তাৎপর্য কি কিংবা আলোচ্য শিল্পের নিরিখে সম্পৃক্ত সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায় সেজাতীয় আলোচনা লক্ষণীয় নয়, আবার সামাজিক প্রেক্ষিতের কথা বললেও তা বিশ্লেষণের ভঙ্গীও বহুক্ষেত্রেই সীমিত। ফলত একাধিক প্রেক্ষিত কিন্তু জড়িয়ে রয়েছে বাংলার টেরাকোটা শিল্প সংক্রান্ত আলোচনায়,যেখানে আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ফলত আলোচ্য গবেষণা পত্রটিতে উক্ত উপেক্ষিত প্রেক্ষিতগুলিকেই তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

গবেষণা প্রস্তাবনা/প্রশ্নাবলীঃ

অদ্যাবধি আলোচনায় বর্তমান গবেষণা পরিসর, গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রাসঙ্গিক বিবিধ রচনাবলীর সমীক্ষা, অস্পর্শিত গবেষণা পরিসর ও সেক্ষেত্রে অনুসন্ধানের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে গবেষণা পত্রটিতে। এক্ষেত্রে গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় উপস্থাপিত মৃৎশিল্পের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস

বিশ্লেষণ কতখানি সম্ভব? সেক্ষেত্রে উপস্থাপিত এই শিল্পের নিরিখে তার সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায়? এই প্রেক্ষিত থেকে আরও একাধিক আনুসাঙ্গিক প্রশ্নের উপস্থাপন করা হয়েছে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে যথা-

- আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় সমগ্র পর্ব জুড়ে ভিন্ন ধাঁচের একাধিক বিষয়বস্তু সম্পন্ন টেরাকোটা অবয়বের বিকাশ ঘটেছে কিন্তু উক্ত বিচিত্র বিষয়বস্তুর পশ্চাতে নিহিত সম্ভাব্য চিন্তন বা উদ্দেশ্যকে কিভাবে দেখা প্রয়োজন? সেগুলি কি কেবলই শিল্পীর নান্দনিক শিল্পস্বত্তার প্রতিচ্ছবি নাকি যথেষ্ট সচেতন ভাবেই যথাযথ কৌশল ও পরিকল্পনা মাফিক এজাতীয় বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে? উপস্থাপিত এসকল বিষয়াদির সামাজিক এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ কতখানি সম্ভব?
- এই শিল্পের সামাজিক ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ তথা এই শিল্প নির্মাণকারী বা মৃৎশিল্পীদের সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায়? তাঁদের অস্তিত্ব, সামাজিক অবস্থান ও ইতিহাস সম্পর্কে কিরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব?
- এই শিল্প সৃষ্টির পশ্চাতে নিহিত অনুপ্রেরণা কি ছিল? আলোচ্য পর্বে বৃহৎ পরিসরে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির অঙ্গ রূপে বিকশিত মৃৎভাস্কর্যের পশ্চাতে নিহিত অনুদান বা পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র কিরূপ ছিল? আর সেই পৃষ্ঠপোষকের সমাজ সম্পর্কে কি ধারণা পাওয়া যায়?
- উপস্থাপিত এই মৃৎ ভাস্কর্যের অবলোকনকারী সমাজ তথা সাধারণ মানুষের সমাজ ইতিহাস সম্পর্কে কতখানি বিশ্লেষণ সম্ভব? এই শিল্প বিকাশে ও চরিত্র গঠনে তাঁদের ভূমিকার ক্ষেত্রটিকে কতখানি নির্মাণ করা যায়?
- সমকালীন সমাজে এই মৃৎশিল্প কি সামাজিক মর্যাদার স্তরে উন্নীত হতে পেরেছিল? পাশাপাশি বাংলা তথা ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এই মৃৎশিল্পের অবস্থান কোথায়?

উপরিল্লিখিত এজাতীয় বিবিধ প্রশ্নের উত্থাপন করা হয়েছে আলোচ্য গবেষণা পত্রে। এগুলি আলোচনার স্বার্থে সমগ্র বিষয়টিকে মূলত ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজনঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পঃ ঐতিহাসিক প্রসার ও বিবর্তন – এই অধ্যায়ে টেরাকোটা শিল্পের প্রাথমিক পরিচিতি প্রদান সহ বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। আদি ঐতিহাসিক পর্ব তথা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়- দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়পর্বে বাংলার মৃৎশিল্প কিরূপ উত্থান বা বিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে, সমকালীন সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিসরের সাথে এই শিল্প ঐতিহ্যের ক্রমবিকাশের সম্পর্ক কিভাবে বিকশিত হয়েছে, সর্বোপরি বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপস্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। যেখানে দেখা যায় আদি মধ্যযুগীয় পর্বে বাংলার মৃৎশিল্প এক সম্পূর্ণ নবচরিত্রে বিকাশ লাভ করে। এর পূর্বে বাংলার মৃৎশিল্প বাহ্যিক উপস্থাপনা, আকার, শৈলী, বিষয়বস্তু প্রভৃতি দিক থেকে আদি মধ্যযুগ অপেক্ষা ছিল ভিন্ন। তা ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, একক অবয়ব যা সহজেই বহন করা যেত। সেগুলি ছিল মূলত বানিজ্যিক প্রসার ও মানুষের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার ফলশ্রুতি। সেখানে রাষ্ট্র বা প্রশাসনের কোনও ভূমিকা ছিলনা। কিন্তু আদি মধ্যযুগীয় পর্বে বাংলার মৃৎশিল্প সম্পূর্ণ রূপে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে প্রসার লাভ করেছে এবং তা রাষ্ট্রের প্রভাবান্বিত। এই পর্বে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফলস্বরূপ ও বানাজ্যিক সংযোগের ফলে বাংলার মৃৎশিল্প ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আরাকান বা বাগানের মত কেন্দ্রেও প্রসার লাভ করেছে। যা মৃৎশিল্পের এক বৃহত্তর প্রসারের ক্ষেত্র তুলে ধরে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলার মৃৎশিল্পঃ ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং নির্বাচিত প্রত্নকেন্দ্রসমূহ- আলোচ্য প্রেক্ষাপটে পোড়ামাটি শিল্পধারা গড়ে ওঠার পশ্চাতে নিহিত প্রবনতাগুলির সম্ভাব্য বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ের মূল উপজীব্য। ফলত এই অধ্যায়ের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু অনেকাংশে বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ, ভূতাত্ত্বিক, নদনদী বা জলপথ সংক্রান্ত পরিকাঠামো, জলবায়ু প্রভৃতি বিষয়াদিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কোন ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে বা কেন এই শিল্পধারার বিকাশ ঘটেছে? পাশাপাশি আলোকপাত করা হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ওপরেও, তুলে ধরা হয়েছে উক্ত নানান সম্ভাবনা। এছাড়াও আলোচ্য সময়পর্বে (আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে একাদশ- দ্বাদশ শতাব্দী) পোড়ামাটি শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তিস্থলসমূহ যথা, অধুনা বাংলাদেশের মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতী এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জগজ্জীবনপুর এর বিস্তৃত

আলোচনা সহ বিহারের অ্যান্টিচক ও ত্রিপুরার প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণাদির আলোচনাও সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বঙ্গীয় মৃৎশিল্পঃ বর্ণনা ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ - এই অধ্যায়ে নির্ধারিত সময়পর্বে যে মৃৎশিল্পধারার অনুসন্ধান পাওয়া যায় ভিন্ন বঙ্গীয় প্রত্নস্থলভেদে ও উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর নিরিখে তাদের পৃথক ও নিখুঁত চিত্রায়নের প্রয়াস করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিল্প অবয়বে সম্পৃক্ত বিষয়বস্তুর বিস্তৃত আলোচনা, উক্ত বিষয়বস্তুর সম্ভাব্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ তথা একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। পাশাপাশি আলোচ্য অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য - বাংলার এই শিল্পধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধান বা এর মধ্যে আদৌ কতখানি স্বতন্ত্রতা বা নিজস্বতা নিহিত ছিল তার বিশ্লেষণ। যেমন, আপেক্ষিকভাবে মনে করা যেতে পারে এই পর্বে বঙ্গীয় মৃৎশিল্প রীতিতে এক অভিনবত্বের প্রকাশ ঘটেছিল যা পূর্ববর্তী বঙ্গীয় শিল্পঐতিহ্য অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা উভয় দিক থেকেই এক পরিবর্তন সূচিত হয়। ফলত সেই প্রেক্ষিতটি আলোচ্য পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে এবং উক্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় মৃৎশিল্প ধারার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য বিকাশের দিকটি অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এছাড়া বলা যায় আলোচ্য সময়পর্বে আমরা ব্যাপকঅর্থে বঙ্গীয় শিল্প শব্দটি ব্যবহার করলেও বাংলায় আদতে বিভিন্ন উপাঞ্চল বা উপবিভাগের উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল, সুতরাং তাদের সূক্ষ্ম আঞ্চলিক ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের উপস্থিতির সম্ভাবনা হয়তো সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলা যায়না। ফলত ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে বঙ্গীয় মৃৎশিল্পরীতির স্বতন্ত্রতার অনুসন্ধান এবং সার্বিকভাবে এই সমস্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই তৃতীয় অধ্যায়টির রূপ নির্মাণের প্রয়াস করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মৃৎশিল্প, সমাজ ও ইতিহাসঃ একটি পর্যালোচনা - এই অধ্যায়টি মূলত বঙ্গীয় টেরাকোটা শিল্পধারার সামাজিক ইতিহাসকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছে। এই শিল্প সমকালীন আর্থসামাজিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে কতখানি ধারণা প্রদানে সক্ষম? একাধারে এর পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র, শিল্পের নির্মাতা বা শিল্পীদের সামাজিক অবস্থান এবং অবলোকনকারী সমাজ সম্পর্কে কতখানি ধারণা করা যায়? সার্বিক রূপে এই শিল্পের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পাওয়া সম্ভব?

এজাতীয় একাধিক প্রশ্ন কিন্তু বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনায় উঠে আসে যা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণে সম্পৃক্ত বৃহত্তর প্রেক্ষাপট অনুধাবনের উদ্দেশ্যে মৃৎশিল্পের পাশাপাশি সমকালীন কিছু সাহিত্য গ্রন্থ ও অভিলেখ এরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

উপসংহারঃ উপসংহার হিসেবে বলা যায় বর্তমান গবেষণা পত্রটি প্রধানত আদি মধ্য যুগীয় বাংলায় গড়ে ওঠা পোড়ামাটি শিল্পধারা বিকাশের পশ্চাতে নিহিত সামাজিক প্রক্রিয়া বা সম্পৃক্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণের প্রয়াস। ফলত আলোচ্য এই মৃৎশিল্পের নিরিখে সমকালীন সমাজ ইতিহাস সম্পর্কে কি ধারণা পাই এবং পাশাপাশি মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস কোথায় তার এক বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে উপসংহার অধ্যায়টিতে। কিন্তু আলোচ্য পরিসরে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছনোর মত মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস সংক্রান্ত কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের নিকট উপস্থিত নেই। ফলত এই আলোচনা বহুলাংশে অনুমান নির্ভর এবং ঠিক প্রথাগত উপসংহার এর ন্যায় সিদ্ধান্তপ্রদানকারী নয় বরং একাধিক প্রশ্ন উদ্রেককারী, বাংলার মৃৎশিল্পের পর্যালোচনায় যাদের আলোচনা নিঃসন্দেহে আবশ্যক। পাশাপাশি মৃৎশিল্পের সামাজিক অবস্থান তথা বাংলা কিংবা ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে এই শিল্পের অবস্থান কোথায় তার এক আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে বিবিধ শিল্প ইতিহাসচর্চার আলোচনার মধ্য দিয়ে। যেখানে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেসকরা বঙ্গীয় বা ভারতীয় ভাস্কর্যের আলোচনায় প্রস্তর শিল্পকেই মান্যতা দিয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃৎশিল্প সেখানে উপেক্ষিত। এই মৃৎশিল্প বা শিল্পীদের কোনও বিস্তৃত আলোচনা উপস্থিত নেই এমনকি মৃৎশিল্পের উল্লেখ থাকলেও তার সামাজিক সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের কোনও প্রয়াস নেই। বিশেষত আদি মধ্যযুগীয় বাংলার মৃৎশিল্প সম্পর্কে কোনও তাত্ত্বিক আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে। প্রস্তর ভাস্কর্য, ধাতব ভাস্কর্য, চিত্রাবলী প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা শিল্পইতিহাসে অধিক গ্রহণযোগ্য। এগুলির প্রয়োগ সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় কিংবা শাস্ত্রীয় নিয়মবিধির অনুসারী হওয়ায় কি সেগুলি ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও অধিক সম্মানীয় পদে উন্নীত? আর মৃৎশিল্প নেহাতই সাধারণ মানুষের শিল্প রূপে অবহেলিত? ফলত একদিকে প্রাচীন বিবিধ লিখিত উপাদানে মৃৎশিল্পের শূন্যতা এবং অন্যদিকে আধুনিক ইতিহাসচর্চায় তার সীমিত

উপস্থিতি আদতে বাংলার এই মৃৎশিল্পের সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থানের ক্ষেত্রটিকে কোথায় দাঁড় করায় তা নিঃসন্দেহে ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রাথমিক উপাদানের সমীক্ষাঃ

আলোচনা গবেষণা পত্রে প্রধান প্রাথমিক উপাদান রূপে কাজ করেছে মৃৎঅবয়বগুলি স্বয়ং, মৃৎশিল্পের সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণে তাদের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ্য বিভিন্ন মৃৎশিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলের উৎখনন রিপোর্টগুলি। কে এন দীক্ষিতের পাহাড়পুর এক্সকাভেশন রিপোর্ট, আবু ইমাম এর ময়নামতী উৎখনন রিপোর্ট, অমল রায়ের জগজ্জীবনপুর রিপোর্ট, বি এস বর্মার অ্যান্টিচক এক্সক্যাভেশন রিপোর্ট কিংবা অশোক দত্তের মোগলমারি উৎখনন রিপোর্ট এর ন্যায় বিবিধ উৎখনন নথীগুলি আলোচ্য পরিসরে অমূল্য উপাদান। এগুলির নিখুঁত উপস্থাপন ও বর্ণনা বাংলার মৃৎশিল্প সম্পর্কিত ধারণার মূল ভিত্তি নির্মাণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া প্রত্যক্ষ রূপে টেরাকোটা সংক্রান্ত অন্য প্রাথমিক উপাদানের উপস্থিতি নেই। তবে আলোচনা প্রসঙ্গে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনে অন্যান্য কিছু প্রাথমিক উপাদানের ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু সাহিত্যগ্রন্থ যথা- আচার্য বিদ্যাকরের সুভাষিত রত্নকোষ[27]', শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত'[28], ধোয়ীর 'পবনদূত[29]' প্রভৃতি। পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে আদি মধ্য যুগীয় বাংলার বেশ কিছু অভিলেখসাক্ষ্য, মৃৎশিল্পের পৃষ্ঠপোষকের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য পরিসরে দান ও দাতার চরিত্র অন্বেষণে এজাতীয় তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে

---

[27] ড্যানিয়েল এইচ এইচ ইঙ্গলস্, *অ্যান অ্যান্থলজি অফ সংস্কৃত কোর্ট পোয়েট্রি,* হার্ভার্ট ইউনিভার্সিটি প্রেস, (১৯৬৫)

[28] সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, সদুক্তিকর্ণামৃত অফ শ্রীধরদাস, (কলকাতা, ফার্মা কে এল এম, ১৯৬৫)

[29] ধোয়ী, *পবন্ দূত, (অনুবাদ- শ্যামাপদ ভট্টাচার্য), সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার, খণ্ড- ১৭ , (কলিকাতা, নবপত্র প্রকাশন)*

রয়েছে, বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রশাসন[30], শ্রী ধারণরাতের কৈলান তাম্রশাসণ[31], দেবখর্গের আশরাফুর তাম্রশাসন[32], জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন[33],ধর্মপালের ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম তাম্রশাসন[34] সহ আরও অন্যান্য।

গবেষণা পদ্ধতিঃ

এই গবেষণাটি মূলত সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে, যেখানে যথাযথ গবেষণা প্রক্রিয়া বা মেথোডলজি অনুসরণ করেই তা রূপবিন্যাশের প্রয়াস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিবিধ প্রাথমিক ও সহায়ক উপাদানকে ভিত্তি করে আলোচনাটি গড়ে তোলা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে অধুনা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও বাংলাদেশের বিভিন্ন টেরাকোটা সমৃদ্ধ প্রত্নকেন্দ্র ও সংগ্রহশালা যথা কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহালয়, রাজ্য প্রত্নতত্ত্বশালার সংগ্রহালয়, ভারতীয় যাদুঘর, বিহার মিউজিয়াম, বাংলাদেশের ঢাকা ন্যাশনাল মিউজিয়াম, মহাস্থান যাদুঘর, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ময়নামতী যাদুঘর, পাহাড়পুর যাদুঘর প্রভৃতি কেন্দ্রে স্থিত বিবিধ মৃৎঅবয়বের প্রত্যক্ষ পরিদর্শন এবং নথী সংগ্রহ ও পর্যালোচনা দ্বারা গবেষণা ক্ষেত্রটির বিবিধ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক উপরিকাঠামোর উর্ধ্বে অন্তর্নিহিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও আনুসাঙ্গিক বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদান যথা বিভিন্ন কেন্দ্রের উৎখনন নথী সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রত্নদ্রব্য বা লিপিসাক্ষ্যের বিশ্লেষণ, এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্থিত সাহিত্য গ্রন্থেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে এক

---

[30] দীনেশ চন্দ্র সরকার, *সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* খন্ড -১, (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২) পৃষ্ঠা- ৩৩১-৩৩৫

[31] ডি সি সরকার, 'দ্য কৈলান কপারপ্লেট ইন্সক্রিপশন অফ কিং শ্রীধারণররাত অফ সমতট', *ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি,* ভলিউম-২৩, (১৯৪৭), পৃষ্ঠা- ২৩৯

[32] জি এম লস্কর, 'আশরাফুর কপারপ্লেট গ্রান্টস অফ দেবখর্গ', মেময়ার্স অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১(৬), (১৯০৬), পৃষ্ঠা- ৮৫

[33] অমল রায়, *'জগজ্জীবনপুরঃ এক্সকাভেশান রিপোর্ট*, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিসেম্বর ২০১২

[34] রিওসুকে ফুরুই, 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কপারপ্লেট ইনস্ক্রিপশন অফ ধর্মপাল, ইয়ার ২৬: টেন্টেটিভ রিডিং অ্যান্ড স্টাডি', *সাউথ এশিয়ান স্টাডিস,* ২৭(২),(২০১১), পৃষ্ঠা- ১৫০-১৫১

বৃহত্তর ধারণা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। কেননা যেকোনো সময়ের সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি তথা উক্ত সমাজে বসবাসরত মানুষের ইতিহাসকে অনুধাবন করতে গেলে মৃৎ-অবয়বের পাশাপাশি এসকল পারিপার্শ্বিক উপাদানও যে বিশেষ বিচার্য বলা বাহুল্য। পাশাপাশি সহায়ক গ্রন্থ রূপে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, গবেষকদের রচনার যথাযথ অনুধাবন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পথপ্রদর্শক হবে সন্দেহ নেই। সেই উদ্দেশ্যে বিবিধ গ্রন্থাগার যথা- ন্যাশনাল লাইব্রেরী, গোলপার্ক রামকৃষ্ণমিশন লাইব্রেরী, রাজ্য প্রত্নতত্ত্বশালার গ্রন্থাগার এ নিয়মিত নথী সংগ্রহ এবং উক্ত নথীর যথাযথ বিশ্লেষণ দ্বারা তা গবেষনা পরিসরে প্রয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি Jstor, Academia.org, Shodhganga প্রভৃতি অনলাইন মাধ্যমগুলি বিবিধ তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আলোচ্য গবেষণা পত্রের গ্রন্থপঞ্জী অংশটি ইংরেজিতে প্রদত্ত, উক্ত নামগুলির যথার্থতা রক্ষার সুবিদার্থে।

Bibliography

PRIMARY SOURCES:

Excavation Reports

- Alam, Md. Shafiqul and Miah, Md. Abdul Hashem, *Excavations at Ananda Vihara, Mainamati, Comilla*, 1979-82, Dhaka: Department of Archaeology, Bangladesh, 1999
- Alam, Md. Shafiqul, *Excavations at Rupban Mura, Mainamati, Comilla*, Dhaka, Bangladesh, Department of Archaeology, Ministry of Cultural Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2000
- Alam, Md. Shafiqul, Mian, Md. Abdul Hashem, Khaleq, Md. Abdul, *Excavations at Bihar Dhap, Bogra 1979-1986*, Dhaka, Bangladesh, Department of Archaeology, Ministry of Cultural Affairs, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, 2000.
- Alam, Mohammad Shafiqul and Salles, Jean-François (eds.) *France Bangladesh Joint Venture Excavations at Mahasthangarh, First Interim Report 1993-1999*, Vol. I, Dhaka, Bangladesh, Department of Archaeology, 2001

- Das, S.R., *Rajbadidanga: 1962 (Chiruti: Jadupur) An Interim Report on Excavations at Rajbadidanga and Terracotta Seals and Sealings*. Kolkata, The Asiatic Society, 1962.
- Dikshit, Rao Bahadur K.N., *Excavation at Paharpur, Bengal, Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 55, Janpath, New Delhi, The Director General *Archaeological Survey of India*, 1999.
- Dutta, Ashok, *Excavation at Moghalmari, An Interim Report*, Kolkata, The Asiatic Society, 2008.
- Imam, Abu, *Excavation at Mainamati: An Exploratory Study*, Dhaka, Bangladesh, ICSBA, 2000.
- Miyan, Mohammad Abul Hashem, 'Archaeological Excavations at Jagaddal Bihar: A Preliminary Report', in *Journal of Bengal Art*, Vol. 8, Dhaka, Bangladesh, ICSBA, 2003
- Rahman, Habibur, *Excavation Report on Itakholamura*, Dhaka, Bangladesh, Department of Archaeology,Ministry of Cultural Affairs, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, 1997.
- Roy, Amal, *Jagajjivanpur, 1996-2005 (Excavation Report)*, Kolkata, Directorate of Archaeology and Museum, Information and Cultural affairs department, govt. Of west Bengal, December, 2012.
- Verma, B.S., *Antichak Excavation 2 (1971-1981)*, Delhi, Archaeological Survey of India, 2011.

Inscriptions

- Barua, B.M. 'The Old Brāhmī Inscription of Mahasthan,' in *Indian Historical Quarterly*, Vol. X, 1934
- Basak, R.G., 'Tippera Copperplate Grant of Lokanatha', in *Epigraphia Indica*, Vol. XV, New Delhi, ASI, 1982
- Bhandarkar, D.R – 'Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan', Hirannada Shastri, K, N, Dikshit, N P Chakraborty, (ed.) *Epigraphia Indica,* vol. 21 (1931-32), Janpath, New Delhi, The Director General Archaeological Survey of India, 1984 (Reprint)
- Bhattacharya, Gouriswar, 'A Preliminary Report on the Inscribed Metal Vase from the National Museum of Bangladesh,' in Debala Mitra (ed), *Explorations in the Art andArchaeology of South Asia: Essays Dedicated to N. G. Majumdar*, Calcutta: Directorate of Archaeology and Museums, 1996.
- Bhattacharya, Suresh Chandra, 'The Jagjibanpur Plate of Mahendrapāla Comprehensively Re-edited,' in *Journal of Ancient Indian History*, 23,2005–2006.
- Furui, Ryosuke, 'Indian Museum Copper Plate Inscription of Dharmapāla, Year 26: Tentative Reading and Study,' in *South Asian Studies* 27, no. 2 (2011).
- Furui, Ryosuke, Re-reading two copperplate inscriptions of Gopāla 2, year 4', in *Pragdhara,* New Delhi, Kaveri Books, 2009

- Kielhorn, F., 'Khalimpur plate Inscription of Dharmapâladêva', in *Epigraphia Indica*, Vol. 4, 1896-97.
- Laskar, G.M, Ashrafur Copper-plate Grants of DevaKhaḍga, in Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, 1 (6), Asiatic Society of Bengal, 1906
- Mukherji, Ramaranjan, Maity, Sachindra Kumar – Corpus of Bengal Inscriptions Bearing on History and Civilization of Bengal, Calcutta, Firma K.L.M, 1967
- Sircar, D.C. (ed), *Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization, Fromthe Sixth Century B.C. to the Sixth Century A.D.*, Vol. 1, Calcutta, University of Calcutta, 1942
- Sircar, D.C. (ed), *Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization, From the Sixth to Eight Century A.D.*, Vol. 2, Calcutta, University of Calcutta, 1983
- Sircar, D.C., 'Copper-Plate Inscription of King Bhavadeva of Devaparvata', in *Journal of the Asiatic Society, Letters* 17, no. 2,1951.
- Sircar, D.C., 'The Kailan Copper-plate Inscription of King Sridharana Rāta of Samatata', in *Indian Historical Quarterly*, Vol.23, 1947
- Sircar, D.C., 'The Paschimbhag Plate of Srichandra', *Epigraphia Indica*, Vol. 37, Part 7, Year 5, Delhi, ASI, 1968.

Literature

- Acharya, P.K. (ed.), 'The First Casting of the Images', Chapter- LXVIII, *Indian Architecture According to Mānsāra-ŚilpaŚāstra*, Vol.-II, Oxford University Press
- Banerjee, Suresh Chandra, *Saduktikarṇāmṛita of Śrīdhardāsa*, Calcutta, Pharma KLM, 1965
- Cowell, E.B, and Rouse W.H. (translated), *The Jataka*, (edited by Professor E. B. Cowell), Vol. 6 Cambridge, At the University Press, 1907
- Dhoyi, *Pavanadūta,* (in Bengali, Translated by Shyamapada Bhattacharya), Sanskrit Sahitya Bhandar, Volume 17, Calcutta, Nabapatra Publications.
- Francis, H.T (Translated), *The Jataka,* (edited by Professor E. B. Cowell), Vol. 5 Cambridge, at the University Press, 1905
- Francis, H.T and Neal, R.A (Translated), *The Jataka*, (edited by Professor E. B. Cowell), Vol. 3, Cambridge, at the University Press, 1897
- Ingalls, Daniel H.H., An Anthology of Sanskrit Court Poetry, *Vidyākara's "Subhāṣitaratnakoṣa*", Cambridge, Harvard University Press, 1965

- Mallinson, Sir James (Translated), *Messenger Poems by Kalidasa, Dhoyi & Rupa Gosvamin*, (edited by Isabelle Onians and Somadeva Vasudeva), Clay Sanskrit Library, New York University Press, JJC Foundation, 2006
- Saraswati, Sarasi Kumar, 'An Ancient Text on the Casting of Metal Images', Journal of the Indian Society of Oriental Art, Vol. 4, No. 2, 1936
- Sen, Sukumar, *Caryāgīti Padābalī* (in Bengali), Burdwan, Sahitya Sabha, 1956

SECONDARY SOURCES:

Unpublished Ph.D Thesis

- Chakraborty, Priyankara, *Tracing the History of Literary Culture in Early Medieval Bengal, in the Light of Inscriptions (6th century to 13th century CE)*, Unpublished PhD Thesis, Jadavpur University, 2022.
- Dutta, Anwita, *The Cultural Significance of Early Historic Terracotta Art of West Bengal: An Ethnoarchaeological Approach,* Unpublished PhD Thesis, Deccan College Post Graduate and Research Institute, Pune, May 2013
- Hazra, Chitralekha, *Social and Cultural Life in Religious Complexes in Bengal and Bihar: 600 CE - 1300 CE*, Unpublished PhD Thesis, University of Calcutta, 2022.

Books and Articles: (in English)

- Ahmed, Bulbul (ed.) *Buddhist Heritage of Bangladesh*, Bangladesh, Nymphea Publications, 2015
- Ahmed, Nazimuddin, *Mahasthan*, Dhaka, Department of Archaeology and Museum, 1981
- Akmam, Afroz, *Mahasthan,* Bangladesh National Museum, Dhaka, Bangladesh, 2006
- Alam, Aksadul, 'Bengal and South East Asia: Commercial and Cultural Linkages', *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 2, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Alam, Mohammad Shafiqul, 'Ceramics from Mahasthan: An Ethno Archaeological Study', in Journal of Bengal Art, Volume 4, Dhaka, ICSBA, 1999
- Asher, F.M, *Nalanda- Situating the Great Monastery*, Mumbai: Marg, Volume-66, No-3, 2015
- Asher, F.M. *Art of Eastern India 300–800*, Minneapolis, The University of Minnesota Press, 1980.

- Banerji, Arundhati, *Early Indian Terracotta Art 2000-3000 BC – Northern-Western India*, New Delhi, Harman Publication House, 1994
- Banerji, Arundhati, *Images, Attributes and Motifs: Studies in Early Indian Art and Numismatics*, Vol.-1, Delhi, Sandeep Prakashani, 1993
- Banerji, R.D., *Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture*, Delhi, Manager of Publications, 1933.
- Basu Majumdar, Susmita. 'Media of Exchange: Reflections on the Monetary System', In Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti (eds.), *History of Bangladesh*, Volume 2, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018.
- Basu, Durga, 'Stucco Art', in Excavations at Moghalmari: First Interim Report (2003-04 to 2007-08), Asok Dutta, Kolkata, The Asiatic Society, 2008
- Basu, Sakti Kali, *Development of Iconography in Pre-Gupta Bengal*, Punthi Pustak Prakashani, Kolkata, 2004
- Bhattacharya, Amitabha, *Historical Geography of Ancient and Early Medieval Bengal,* Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar
- Bhattacharya, Ashok Kumar 'Terracottas of Bengal, Sunga-Kushan Period', in *Indian Terracotta Sculpture: The Early Period,* edited by Pratapaditya Pal, Marg, 2002
- Bhattacharya, Ashok Kumar, 'A Study in Technique', in *East Indian Bronzes*, edited by Sisir Kumar Mitra, Kolkata, Centre of Advanced Study in Ancient Indian History and Culture, 1979
- Bhattacharya, Ashok Kumar, 'An Introspection on the Studies in Indian Art,' in *Journal of Ancient Indian History*, edited by Sudipa Ray Bandopadhyay, Volume 24, Kolkata, University of Calcutta, 2008.
- Bhattacharya, Gauriswar 'Mainamati: City on the Red Hills', *Bengal Site and Sites*, edited by Pratapaditya Pal and Enamul Haque, New Delhi, Marg, 2003
- Bhattacharya, Gauriswar, 'Early Ramayana Illustrations from Bangladesh', Rome, *South Asian Archaeology*, 1987, Part-2, 1990
- Bhattacharya, Gauriswar, 'Trio of Prosperity: A Gupta Terracotta Plaque from Bangladesh', *South Asian Studies*, 1996
- Bhattasali, Nalinikanta, *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, Dhaka, Published by Rai S.N. Bhadra Bahadur, 1929.
- Biswas, S. S, *Terracotta Art of Bengal*, Agam Kala Prakashan, Delhi, 1981
- Busac, M.F., and Sandrine Gill. "Moulded Terracotta Plaques from Mahasthan." *Journal of Bengal Art*, Vol. 6, Bangladesh, ICSBA, 2001.
- Chakraborty, Dilip Kumar 'Paharpur: Buddhist Complex of Early Bengal', in *Bengal Site and Sites*, 2003

- Chakraborty, Dilip Kumar, *Ancient Bangladesh, A Study of the Archaeological Sources with an Update on Bangladesh Archaeology,* 1990-2000, The University Press Limited, 2001
- Chakraborty, Dr. Uma, *Bengal Terracottas: A New Approach*, *From Earliest Time to Twelfth Century CE,* Early Bengal Art Series, Volume-1 Kolkata, Levant Books, India, 2021
- Chakraborty,Srabani, 'Water Bodies, Riverine Ports and Communications: Making of the Trans-Meghna Sub-Regional Personality in Early Medieval Bengal', in Proceedings of the Indian History Congress, Volume-76, Indian History Congress, 2015
- Chandra**,** Pramod, *The Sculpture of India, 3000 BC - 1300 AD*, Washington, National Gallery of Art, 1985
- Chatterjee, Brajadulal, *The Making of Early Medieval India,* New Delhi, Oxford University Press, 1997
- Chatterjee, Rama, 'Important Hoards and Finds', in *East Indian Bronzes* edited by Sisir Kumar Mitra, Kolkata, Centre for Advanced Study in Ancient Indian History and Culture, 1979
- Chatterjee, Sharmistha, and Sayan Bhattacharya. 'Ethnography for Archaeology: Amongst the Potters of Bishnupur, District Bankura', In Nupur Dasgupta and Pranab Kumar Chattopadhyay (eds.), *Methodologies of Interpreting the Ancient Past of South Asia: Studies in Material Culture*, Delhi, Sharada Publishing House, 2016.
- Chowdhury, Abdul Momin and Alam, Aksadul, 'Historical Geography', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 1, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Chowdhury, Abdul Momin, 'Threshold of Regional Political Entity', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 1, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Chowdhury, Dr. Saifuddin, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh*, Bangla Academy Dhaka, 2000
- Chowdhury, Saifuddin, 'Terracotta Art', edited by Sirajul Islam *Banglapedia,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, Volume-10
- Coomaraswamy, A.K, *History of Indian and Indonesian Art*, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publication, 1972
- Dasgupta, Nupur, 'A Social History of Minor Technologies', in *History of Science and Technology* edited by Ratan Lal Hanglu, New Delhi, Rawat Publications, 2011
- Desai, Devangana 'Indian Terracottas in Their Social Context (c. 600 BCE – c. 600)', in *Art and Icons: Essays on Early Indian Art*, Aryan Books International, 2013

- Desai, Devangana 'Social Background of Ancient Indian Terracottas' (circa 600 B.C. – A.D. 600), Debi Prasad Chattopadhyay (ed.*) History and Society: Essays in Honour of Professor Nihar Ranjan Roy*, K. P. Bagchi & Co., 1978
- Dey, Gauri Shankar and Dey, Subhradeep, *Chandraketugarh: A Lost Civilization, Art and Art Motif*, Sagnik Books, Kolkata 2004
- Dey, Subrata, 'Terracotta Plaques of Pilak' In *Tripura: A Hidden Cultural Heritage*, *Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology* 7, 2019.
- Dhar, Parul Pandya, 'Epic Visions in Terracotta, Stone, and Stucco, Ramayana in Indian Sculpture', in Parul Pandya Dhar (ed.) *Connected Histories of India and South East Asia*, Sage Publications, 2023
- Durga Basu, 'Early Medieval Material Culture of Coastal Bengal with Special Reference to the Site of Kankandighi', *Religion, Landscape and Material Culture in Pre- Modern South Asia* (eds. Tilottama Mukherjee and Nupur Dasgupta) London and New York: Routledge 2023
- Dutta, Dr. Ashok, 'Excavation at Mogalmari: A Pre-Pala Buddhist Monastic Complex', in *Mogalmarir Bouddho Mahavihar Bibidho Prosongo*, edited by Surjo Nandi, Kolkata: Parul Publications, 2016.
- Dutta, Sanjukta, 'Building for the Buddha: Patrons in the Pala Kingdom', *Studies in History*, Jawaharlal Nehru University, 2019
- French, J.C., *The Art of the Pala Empire of Bengal*, London, Oxford University Press, 1928.
- Furui, Ryosuke 'Social Life: Issues of the Varṇa-jāti System', in *History of Bangladesh,* edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakraborty, Vol. 2, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Furui, Ryosuke, 'Buddhist Vihāras in Early Medieval Bengal: Organizational Development and Historical Context', *Buddhism, Law and Society*, 2023, 7, hal- 04100180
- Furui, Ryosuke, *Land and Society in Early South Asia, Eastern India 400-1250 AD*, New York, Routledge Publications, 2020
- Gangopadhyay, Kaushik, 'Terracotta Objects in Archaeology: An Ethno-Archaeological Study', edited by Gautam Sengupta and Sheena Panja, *Archaeology of Eastern India,* New Perspectives, Kolkata, Centre for Archaeological Studies and Training Eastern India, 2002
- Ganguli, Manmohan, *Handbook to the Sculptures in the Museum of Bangiya Sahitya Parishad*, Kolkata, Bangiya Sahitya Parishad, 1922.
- Ghosh, Suchandra 'Buddhist Cultural Linkages Between Bengal and Southeast Asia', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 2, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2018

- Ghosh, Suchandra and Pal, Sayantani 'Everyday Life in Early Bengal', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 2, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Ghosh, Suchandra, 'Nature of Royal Patronage in South-Eastern Bengal: 507 AD – 1250 AD', *Journal of Bengal Art*, Vol. 13-14, Dhaka, Bangladesh, ICSBA, 2008-2009
- Ghosh, Suchandra, 'Situating Water Bodies in the Landscape of Early Medieval Bengal and Assam: Gleanings from Epigraphy and Literature', Proceedings of the Indian History Congress, Volume–69, Indian History Congress, 2008
- Ghosh, Suchandra, 'Understanding a Site: Case Study of Mainamati in South Eastern Bangladesh', in *Studies in South Asian Heritage,* edited by Mokammal Hossain Bhuiyan, Essays in Memory of M Harunur Rashid, Bangla Academy, 2015
- Ghosh, Suchandra, *Patronage of Buddhist Monasteries in Eastern India (600-1300 CE),* Oxford Research Encyclopedia, Publication Date: 15th August 2022
- Gupta, P.L, *Gangetic Valley Terracotta Art*, Indian Civilisation series, No. XVIII, Prithivi Prakashan, Varanasi-5 (India), 1972
- Haque, Enamul 'Mahasthangarh: Great Citadel', in *Bengal Site and Sites*, edited by Pratapaditya Pal and Enamul Haque, New Delhi, Marg, 2003
- Haque, Enamul, *The Art Heritage of Bangladesh*, Dhaka, Bangladesh, The International Centre for Study of Bengal Art, 2007
- Haque, Enamul. *Studies in Bengal Art Series: No. 4, Chandraketugarh: A Treasure House of Bengal Terracottas.* ICSBA, Dhaka, 2001.
- Hasan, S. Jamal, 'Buddhist Remains in Tripura', *Journal of Bengal Art*, Vol. 7, Dhaka, ICSBA, 2002. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.811
- Huntington, Susan L. *The Pala-Sena School of Sculpture*, Leiden, E.J. Brill, 1984.
- Hussain, A.B.M(ed.), Mainamati-Devaparvata, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997
- Jahan, Shahnaz Hussain 'Bengal and the Indian Ocean Maritime Trade Network During the Early Historic Period', in *Archaeology of Early Historic South Asia*, edited by Gautam Sengupta and Sharmi Chakraborty, New Delhi, jointly published by Pragati Publications and Centre for Archaeological Studies and Training Eastern India, 2008
- Kala, S.C, *Terracottas of North India*, Delhi, Agam Kala Prakashan, 1993
- Kingsley, Bonnie M, The Terracottas of the Tarantine Greeks, An Introduction to the Collection in the J. Paul Getty Museum, J. Paul Getty Museum Publication, 1976
- Kramrisch, Stella 'Indian Terracottas', *Exploring India's Sacred Art*, Selected Writings of Stella Kramrisch, Barbara Stoller Miller (ed.), Philadelphia, University of Pennsylvania Publication, 1983
- Kramrisch, Stella, *Indian Sculpture*, London, Oxford University Press, 1933.
- Kramrisch, Stella, *The Art of India*, London, The Phaidon Press, 1954.

- Majumdar, R.C, *History of Bengal,* Volume 1, Dhaka, Bangladesh, The University of Dhaka Publishers, 1943
- Majumdar, Susmita Basu, 'Media of Exchange: Reflections on the Monetary System', In *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 2 Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Mishra, R.N, *Art in Indian Tradition,* New Delhi, Indian Institute of Advanced Study and Aryan Books International, 2009
- Mishra, R.N., *Ancient Artists and Art Activities,* Institute of Advanced Study, Shimla, 1975
- Mitra, Debala, *Buddhist Monuments*, Kolkata, Sahitya Parishad, 1971
- Mukherjee, B.N, 'A Regional Idiom', in *East Indian Bronzes,* edited by Sisir Kumar Mitra, Kolkata, Centre of Advanced Study in Ancient Indian History and Culture, 1979
- Mukherjee, Chandrani Banerjee, 'Nalanda and Vikramshila, Analyzing the Contours of Urbanity', Ancient India, *Modern Historical Studies*, Volume-13-14, 2019-20
- Mukherjee, Meera, *Folk Metal Craft of Eastern India*, New Delhi, All India Handicrafts Board, Govt. of India
- Mukherjee, Samir Kumar, 'A Note on Some Buddhist Antiquities in Terracotta from West Bengal', *Journal of Bengal Art*, Vol. 1, The International Centre for Study of Bengal Art, 1996
- Mukhopadhyay, Chitralekha, 'Social Background of Donors in Early Medieval Bihar and Bengal', *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 69, 2008
- Neumann, Erich, *The Great Mother; An Analysis of the Archetype,* translated by Ralph Manheim, Princeton University Press, 1974
- Pal, Pratapaditya (ed.), *Indian Terracotta Sculpture: The Early Period,* Volume 54, Marg, 2002
- Pal, Sayantani, 'Religious Patronage in the Land Grant Charters of Early Bengal (Fifth – Thirteenth Century)', in *Indian Historical Review*, 41(2), Sage Publications, 2014
- Panja, Sheena 'Jagjivanpur and Bangar: Northern West Bengal', in *History of Bangladesh,* edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 1 Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Picron, Claudine Bautze, 'Images of Devotion and Power in South and Southeast Bengal', *Esoteric Buddhism in Medieval Maritime Asia,* Singapore, ISEAS Press, 2012
- Prasad B.N**.,** *Rethinking Bengal and Bihar*, New Delhi, Manohar Publications, 2022.
- Prasad, Birendra Nath, *Archaeology of Religion in South Asia,* London and New York, Routledge, 2021
- Rahman, Shah Sufi Mostafizur, 'Recent Discovery of Glass Beads from Mahasthangarh: An Archaeological Perspective', in *Journal of Bengal Art*, Vol. 4, ICSBA, 1999

- Rahman, Shah Sufi Mostafizur, *Archaeological Investigation in Bogra District, (From Early Historic to Early Medieval Period),* Studies in Bengal Art Series, International Centre for Study of Bengal Art Publication, Dhaka, Bangladesh 2000
- Rao, Vinay Kumar, 'The Terracotta Plaques of Pagan: Indian Influence and Burmese Innovations', in *Ancient Asia* 4, 2013
- Ray Chowdhury, Seema. 'Terracotta Art' In Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakrabarti (eds.), *History of Bangladesh*, Volume 2, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018.
- Ray, Amita, 'Some Stucco Sculptures from Rajbaridanga, Murshidabad', *Journal of the Varendra Research Museum*, Rajshahi Bangladesh, University of Rajshahi, 1974
- Ray**,** Krishnendu, **'**Aspects of Rural Social Life in Early Medieval Bengal: Glimpses from the Saduktikarnamrita of Sridhardasa (Early 13th Century*)'* in *Journal of Bengal Art*, Vol. 18, Dhaka, ICSBA, 2013.
- Rezowana, Sharmin, 'Representation of Lotus on Terracotta Plaques 4th to 13th Century C.E, in *ICON - Journal of Archaeology and Culture,* edited by Brijesh Rawat, Bhopal/New Delhi, Wakankar Rock Art and Heritage Welfare Society in Association with BR Publishing Corporation, Volume-4 2017
- Roy Chowdhury, Sima, 'Style and Chronology: Problems in Evolving a Temporal Framework for the Early Historical Terracottas from Bengal', in *Archaeology of Eastern India, New Perspectives*, Edited by Gautam Sengupta and Sheena Panja, Centre for Archaeological Studies and Training Eastern India, Kolkata, 2002
- Roy Chowdhury, Sima, 'Terracotta Art', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Asiatic Society of Bangladesh, Volume-2, Bangladesh, 2018
- Sahai, Bhagwant, *Iconography of Some Important Minor Hindu and Buddhist Deities*, Abhinav Publication, New Delhi, 1975
- Salles, Jean-François, 'Mahasthan', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 1 Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Sanyal, Rajat, 'Antichak', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Asiatic Society of Bangladesh, Bangladesh, 2018, Volume-1
- Sanyal, Rajat*, '*Inscribed Sculpture', in *Vibrant Rock*, Edited by Gautam Sengupta and Sharmila Saha, Kolkata: Directorate of Archaeology and Museums, Government of West Bengal, 2014.
- Sanyal, Rajat, 'Moghalmari', in *History of Bangladesh*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Saraswati, Sarasi Kumar, *Early Sculpture of Bengal*, Sambohi Publications, Kolkata, 1962

- Saraswati, Sarasi Kumar, Sarkar, Kshitish Chandra and Kramrisch, Stella *Kurkihar, Gaya and Bodhgaya*, Rajshahi, 1936.
- Sen, Swadhin and Alam, Mohammad Shafiqul, 'Paharpur', in *History of Bangladesh,* edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti, Volume 1, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2018
- Sengupta, Arputharani, *Art of Terracotta: Cult and Cultural Synthesis in India,* Delhi, Agam Kala Prakashan, 2005
- Sengupta, Gautam 'New Evidence on Early Bengal Sculpture', in *Studies in Art and Archaeology of Bihar and Bengal*, edited by Dr. Debala Mitra and Dr. Gaurishwar Bhattacharya, Delhi: Shri Satguru Publications, 1989
- Sengupta, Gautam, 'Art of South Eastern Bengal: An Overview', in Ashok Kumar Bhattacharya (ed.), *Journal of Ancient Indian History*, Vol. 19, 1989-90, Kolkata, Department of Ancient Indian History and Culture, Calcutta University, 1994
- Sengupta, Gautam, 'Donors of Images in Eastern India (c.800 – 1300 AD.)', in *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 43, 1982
- Sengupta, Gautam, 'Nandadirghivihāra: An Overview', *in Ganga Brahmaputra and Beyond: Exploring Art and Iconography of Eastern and North Eastern India*, Delhi, Primus Books, 2023
- Sengupta, Gautam, 'Stucco Statuary in Eastern India', in *Akshayanivi*, (ed. Gauriswar Bhattacharya), New Delhi: Sri Satguru Publications, 1991
- Sengupta, Gautam, *Ganga Brahmaputra and Beyond: Exploring Art and Iconography of Eastern and North Eastern India*, Delhi, Primus Books, 2023
- *Sengupta, Gautam, Ganga Brahmaputra and Beyond: Exploring Art and Iconography of Eastern and North Eastern India.* Delhi, Primus Books, 2023.
- Sengupta, Gautam, Roy Chowdhury, Sima, and Chakraborty, Sharmi, *Eloquent Earth, Early Terracottas in the State Archaeological Museum* West Bengal, Kolkata: Directorate of Archaeology and Museum, West Bengal and Centre for Archaeological Studies and Training, Eastern India, 2007
- Sengupta, Sanjay 'Terracotta Ornamentation on the Religious- Architectures of Bengal: Gradual Deconstruction of Cultural-Units through the Expanse of Lokāyata', *Journal of Bengal Art,* Vol. 25, ICSBA, January 2020
- Shen, Chen, *The Warrior Emperor and China's Terracotta Army*, Toronto, Ontario, Canada, Royal Ontario Museum Press, 2010
- Singh, A.K., and Dilip Kumar (eds.). *Antichak Excavations Report (1960–69).* Patna, Bihar, Department of Ancient Indian History and Archaeology, Patna University.
- Singh, Upinder, *A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the Twelfth Century*, Delhi, Pearson Longman, 2008,

- Sourav, Shohrab Uddin, 'Terracotta Art from Early Historic to Pre-Medieval Period' in *Archaeological Heritage*, edited by Sufi Mostafizur Rahman, Dhaka, Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, December 2007
- Sourav, Sourab Uddin and Rezowana, Sharmin, 'Animal Representation (Mammals) in Sompur Mahavihāra in Situ Terracotta Plaques', *Journal of Bengal Art*, Vol. 17, Dhaka, ICSBA, 2012
- Sourav, Sourab Uddin and Rezowana, Sharmin, 'Krishna Legend in Bhabadev Bihar', in *Journal of Bengal Art*, Vol. 20, Dhaka, ICSBA, 2015
- Srivastava, S.K, *Terracotta Art in Northern India*, Delhi, Parimal Publications, 1996
- Thapar, Romila, *The Penguin History of Early India from the Origin to AD 1300*, New Delhi, Penguin Books, 2002
- Tiwari, Sachin Kr., 'Stucco Art of Nalanda, Excavated Site, District Nalanda, Bihar: An Archaeological Overview', in *Annals of Archaeology,* Volume 1, First Edition, New Delhi Sryahwa Publications, 2018

Books/Articles in Bengali:

- অর্ণব চ্যাটার্জী, "পূর্ব ভারতের স্টাকো শিল্প", *ইতিহাস অনুসন্ধান,* (সম্পা. অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়) কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০২৩
- আক্তার, সাহিনা "সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে বাংলার সমাজজীবন", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* চতুস্ত্রিংশ খন্ড, শীত সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৬
- আখতার, শরমীন, 'ময়নামতি-লালমাই প্রত্নস্থলের পোড়ামাটির ফলকচিত্রে সমতট অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা', *প্রত্নতত্ত্ব,* জার্নাল অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, ভলিউম-১৭,জুন ২০১১
- ঘোষ, দেবপ্রসাদ – *ভারতীয় শিল্পধারা (প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তর ভারত)* , সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৬
- ঘোষাল, জয়দীপ 'প্রাচীনকালের মৃৎপাত্রের নির্মাণশৈলী জানার প্রেক্ষাপটে বীরভূম জেলার সর্পলেহনা গ্রামের আধুনিক কুম্ভকারদের উপর একটি সমীক্ষা', *ইতিহাস অনুসন্ধান,* (অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) খন্ড- ৩৮, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০২৫
- চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ* , কলকাতা, স্যান্যাল অ্যান্ড কোম্পানি, ১৩৭৮
- বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালির দান,* কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৬৯
- ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় , *আদি মধ্যযুগীয় ভারতে গ্রামীণ বসতি ও গ্রাম সমাজের কয়েকটি দিক* , (সায়ন্তনী পাল অনুদিত), কলকাতা, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০২২

- মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ - *বঙ্গ বাঙ্গালা ও ভারত,* প্রগ্রেশিভ পাবলিশার্স কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০০
- মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ, *লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে,* কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯)
- মোহম্মদ সৌরভউদ্দীন ও শরমিন রেজয়ানা, *পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাচীন বাংলার নৃত্যগীত, প্রত্নতত্ত্ব,* বাংলাদেশ, জার্নাল অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, ২০১৪
- যাকারিয়া, আব্দুল কালাম মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪
- রহমান, শাহ সুফী মোস্তাফিজুর সম্পাদিত, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য,* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭
- রায়, নীহাররঞ্জন বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, দেজ' পাবলিশিং, ১৪০২
- সরকার, দীনেশ চন্দ্র , *শিলালেখ- তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ,* কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৮২
- সেনগুপ্ত, গৌতম 'পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত আদি ঐতিহাসিক যুগের পোড়ামাটির শিল্পঃ অনুসন্ধানের রূপরেখা', আগ্নিক ভট্টাচার্য সম্পাদিত *ইতিবৃত্ত,* দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত, খণ্ড- ২, ২০১৫
- সেনগুপ্ত, গৌতম ও সেনগুপ্ত, মধুরিমা, 'প্রাচীন বাংলার লোকায়ত শিল্পধারা', *লোকশ্রুতি,* রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৪
- সৌরভ, সৌরভউদ্দীন, 'পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকচিত্রে উদ্ভিদবৈচিত্র্যের প্রতীকায়ন', *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১০
- হোসেন, মোহা. মোশাররফ এবং রহমান, ড. মো. আতাউর, *মহাস্থান,* প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৬

Signature of the Supervisor

Signature of the Candidate

Dr. Chandrani Banerjee Mukherjee
Associate Professor
Department of History
Jadavpur University
Jadavpur University

Sayani Roy
Ph.D Research Scholar
Department of History